CenRaPS Journal of Social Sciences

International Indexed & Refereed

ISSN: 2687-2226 (Online)

www.journal.cenraps.org

Original Article

Article No: 19_V1_I1_A4

ENSURING QUALITY EDUCATION FOR CHILDREN IN RURAL BANGLADESH: COMPARATIVE STUDY ON FORMAL AND NON-FORMAL PRIMARY EDUCATION

DR. GAZI IBRAHIM AL MAMUN*

SELINA AKHTER**

*Lecturer, Department of Political Science, Dhaka City College, Dhaka, Bangladesh.

mamunju07@gmail.com

**Lecturer, Department Of Political Science, Eden Girls College, Dhaka.

Email: seliju09@gmail.com

Abstract:

Bangladesh is committed for ensuring quality education for all. In this purpose, there is categories study/education system in primary level of education. One is formal primary education school run by Bangladesh government and another is non-formal primary education school run by NGOs. Both type of primary education's main objective is ensuring quality education in primary level. But there are many problems in these two categories education program. But quality education's main characteristics is enables all learners to develop the capabilities they require to become economically productive, develop sustainable livelihood, contribute to peaceful and democratic societies and enhance wellbeing. The learning outcomes that are required vary at the end of the basic educations cycle must include threshold levels of literacy and numeracy and life skills including awareness and prevention of disease. In this circumstance, learning method will be flexible and the environment of school will attractive for children. But the environment and learning method means model of quality education is absence in formal government primary school, although non-formal based NGOs school have practiced low this model. In this perspective, the main focus of this present article is to comparative analysis between formal based government primary education and non-formal based NGOs primary education. To examine which is better system for ensuring quality education in primary level and attempt is also made to suggest some alternative propose/proposal for ensuring quality education in primary level of education. In the analysis of the results given in the study, it is seen that the non-formal education is more effective than formal education in primary education level to ensure the quality education of children in the rural communities of Bangladesh. Therefore, the results of this research will play an important role in improving the quality of non-formal and formal primary education.

Key Words:

Quality education, Formal and Non-formal primary eduction, Children, Rural Bangladesh

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"

বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ: আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর তুলনামূলক অধ্যয়ন

সারসংক্ষেপ (Abstract)

'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা' নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। কেননা শিক্ষা সবার অধিকার। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার দুটি ধারা বিদ্যমান। যার একটি হলো সরকার চালিত আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, অন্যটি বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও চালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা। উভয়ধারার শিক্ষারই মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। যদিও এদেশে এই দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটনো, অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করা, জীবনযাত্রার মান টেকসই করা, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক সমাজে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর মনোভাব বিকশিত করা এবং শিক্ষার্থীর অর্জিত শিক্ষার সুফল জাতির মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। অর্থাৎ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিশুর জীবনী শক্তিকে বিকশিত করে ঘরে ঘরে সাক্ষরতা ও অক্ষরজ্ঞান পৌঁছে দেয়ার একটি প্রক্রিয়া। এ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা পদ্ধতি হবে সহজবোধ্য ও সার্বজনীন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-উপকরণসমূহ হবে শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় ও সহজলভ্য; শিক্ষার পরিবেশ হবে ভয়-ভীতিমুক্ত শিশুবান্ধব। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধের মূল ফোকাস বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাদানে সরকার চালিত আনুষ্ঠানিক ও বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কোন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি বেশি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে, তা পরীক্ষা করা। গবেষণার প্রদত্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ধারার প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় উপানুষ্ঠানিক ধারার প্রাথমিক শিক্ষা বেশি কার্যকরী। কাজেই এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১.০: ভূমিকা

শিক্ষা ব্যক্তিক ও সমাজ বিকাশের আত্মা; যা ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে জীবনের প্রতি দায়িত্বশীল করে এবং লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করে তোলে (UNESCO, 1996)। শিক্ষা সবার জন্য উন্মুক্ত, কিন্তু তা অবশ্যই সবার জন্য গ্রহণযোগ্য-মানসম্মত ও টেকসই হতে হবে (Tikly, 2010)। মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ সমাজে তার সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের দক্ষতা ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে পারে (Unite for Quaity Educatoon, 2019)। মূলত শিক্ষা কার্যক্রমের নিরাপদ, জেন্ডার সংবেদনশীল, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, জ্ঞান আহরণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণের নিশ্চয়তা, পাঠকক্ষ এবং পাঠকক্ষের বাইরে পরিবার-সমাজের তদারকি ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের সচেতনকরণ ও দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ, অন্যদের সাক্ষর-সচেতন করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াই হলো মানসম্মত শিক্ষার মূল বিষয় (Tikly, 2010)। অর্থাৎ যে ধারার শিক্ষা কার্যক্রমই হোক না কেনো, তা যদি গুণগত মানদণ্ডে স্বীকৃত হয় তবে তাকে মানসম্মত বলে বিবেচনা করা যায়। জাতিসংঘের 'সকলের জন্য শিক্ষা' (ইফা) সম্মেলনে মানসম্মত শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেখানে, মানসম্মত শিক্ষাকে মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য যথেষ্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (Tikly & Barrett, 2007)। এখানে মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণে মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে অপরিহার্য বলা হয়েছে; যাহলো— শিখন সরঞ্জাম

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"

(learning tools); যেগুলোর মধ্যে রয়েছে- সাক্ষরতা, মৌখিক অভিব্যক্তি, সংখ্যাসূচকতা ও সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা এবং অন্যটি মৌলিক শিক্ষার বিষয়বস্তু (basic learning content); যার মধ্যে রয়েছে- জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও আচরণ (EFA, 1990: article I)। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, মানুষের মৌলিক শিক্ষার জন্য মানসম্মত বা গুণগত শিক্ষা অপরিহার্য। যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণ সক্ষমতার বিকাশ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উন্নয়নে পূর্ণ অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণকে অবারিত করে (EFA, 1990: article I)। আর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে— সুষ্ঠু পাঠদান কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, উন্নত অবকাঠমো, শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সু-সম্পর্ক প্রভৃতি; যা শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক স্তর থেকে ক্রমাগত জীবনব্যাপী শিক্ষাচক্রে আবদ্ধ করে (UNESCO, 2005)। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ 'বিশ্বব্যাপী সকলের জন্য শিক্ষা' কার্যক্রমের লক্ষ্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এবং 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি)' পূরণে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে (Mamun, 2018) এবং এমডিজি'র পর এসডিজি'র অভীষ্ট-৪, 'সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি'তে কাজ শুরু করেছে (GED, 2017)। এ প্রেক্ষাপটে, সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ধারা প্রচলিত আছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বলতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনেকটা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষাকেই বোঝায়। যদিও এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম সরকারি পর্যায়েও কিছুটা রয়েছে। বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে সর্বপ্রথম 'ব্র্যাক' উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। বর্তমানে গ্রামীণ অঞ্চলে এই দুই ধারার (সরকার চালিত আনুষ্ঠানিক ও এনজিও চালিত উপানুষ্ঠানিক) প্রাথমিক শিক্ষা চালু থাকলেও মানসম্মত/গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা কতটা নিশ্চিত হচ্ছে তা প্রশ্নবিদ্ধ। কিন্তু গ্রামীণ অঞ্চলে এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলার অবকাঠমো, পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা, পাঠদান, পাঠকক্ষ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা বিদ্যমান। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তি হওয়া অধিকাংশ শিশুই দরিদ্র, নিরক্ষর পরিবারের সন্তান। তাদের পারিবারিক পরিবেশ শিশু বিকাশের অনুকূল নয় (রহমান, ২০১০)। আবার এটাও স্পষ্ট যে, অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে ঝরে পড়ে।

এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান নিবন্ধে, বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কতটা কার্যকর বা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ দুই ধারার শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এই গবেষণাটি বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সম্ভাব্য উপায় চিত্রিত করবে।

২.০: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এ গবেষণা কর্মটি প্রধানতঃ গুণাত্মক (qualitative) এবং সংখ্যাত্মক (quantitative) তথ্যের একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। যেখানে প্রাথমিক উৎস (primary source) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার প্রয়োজনে মাধ্যমিক উৎস (secondary source), যেমন— বই-পুস্তক, নিবন্ধ, সংবাদপত্র, বিভিন্ন রিপোর্ট-সমীক্ষা প্রভৃতির তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ গবেষণায়, পটুয়াখালী জেলার বদরপুর ও লাউকাঠী ইউনিয়নকে গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। যেখানে দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের দুটি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে তথ্য

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"

সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৭ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসের বিভিন্ন সময়ে মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণায় নমুনা সংখ্যা ২১৬ এবং যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে এখানে প্রশ্নপত্র (কাঠামো ও অকাঠামোগত) জরিপ পদ্ধতি (Survey method), লক্ষ্যদলীয় আলোচনা (FDG) ও পর্যবেক্ষণ (observation) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে আনুষ্ঠানিক ধারার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮০ জন এবং উপানুষ্ঠানিক ধারায় ব্র্যাক কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮০ জন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীদের ৪০ জন অভিভাবকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষার গুণগত মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী শিক্ষার্থীদের সাথে দুটি 'লক্ষ্য দলীয় আলোচনা' করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য কতিপয় সারণি ও গ্রাফচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ নিম্নের সারণিতে গবেষণা পদ্ধতি, উত্তরদাতাদের নমুনা সংখ্যা এবং নমুনায়ন পদ্ধতি এক নজরে দেখানো হলো—

সারণি-১: গবেষণা পদ্ধতি, নমুনা ও নমুনায়ন

গবেষণা পদ্ধতি (Research Instruments)	উত্তরদাতা (Respondents)	নমুনা সংখ্যা (Number of Sample)	নমুনায়ন (Sampling)
প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ	আনুষ্ঠানিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণী)	৮০ (প্রতিটি স্কুল হতে ৪০ জন)	উদ্দেশ্যমূলক
	ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণী)	৮০ (প্রতিটি স্কুল হতে ৪০ জন)	
	আনুষ্ঠানিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অভিভাবক	২০ জন (প্রতি ৪ জন শিক্ষার্থীর ১ জন অভিভাবক)	
	ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অভিভাবক	২০ জন (প্রতি ৪ জন শিক্ষার্থীর ১ জন অভিভাবক)	
লক্ষ্যদলীয় আলোচনা (এফডিজি)	আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী	১৬ (প্রতিটি গ্রুপে ৮ জন করে)	উদ্দেশ্যমূলক

৩.০: মানসম্মত শিক্ষা: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মানসম্মত শিক্ষা (Quality Education)-এর প্রতিশব্দ হিসেবে কার্যকরী (efficiency), কার্যকর (effectiveness), ন্যায়ানুগ (equity) এবং গুণগত (Quality) শব্দগুলো প্রায় একই ধরনের অর্থ বহন করে। এজন্য বর্তমান প্রবন্ধে, 'Quality Education' শব্দটির বাংলা হিসেবে 'মানসম্মত শিক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'মানসম্মত শিক্ষা' (Quality Education) ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা খুব সহজ কাজ নয়। কেননা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ 'মানসম্মত শিক্ষা'কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

শিক্ষাবিদ লিওন টিকলি (Leon Tikly) ও এ. এম. ব্যারেট (A.M. Barrett)- এর মতে, মানসম্মত শিক্ষা বলতে এমন এক ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমকে বোঝায়, যার মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে, অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদন শক্তি অর্জন করতে পারে, জীবনযাত্রার মান টেকসই করতে পারে, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক সমাজে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নিজেকে উন্নত করতে শেখে, এ শিক্ষায় শিক্ষার সুফল পাঠ্যসূচি অনুসারে পরিবর্তিত হয়, তবে এর সাথে অবশ্যই মৌলিক শিক্ষার সাক্ষরতা এবং রোগ প্রতিরোধ-সচেতনতা, জৈবনিক দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে । তাদের মতে, মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি বিষয় থাকতে হবে; যাহলো— সর্বব্যাপীতা (inclusive), যেখানে সকল

শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট শিখন ফলাফল অর্জনের সুযোগ আছে; প্রাসঙ্গিকতা (relevant), শিক্ষার ফলাফল সকল শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থপূর্ণ, সমাজ দ্বারা স্বীকৃত এবং পরিবর্তিত বিশ্বের উন্নয়ন-অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এবং গণতান্ত্রিকতা (democratic), শিক্ষার ফলাফল জনগণের বির্তকের মাধ্যমে নির্ধারিত এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে নিশ্চিত করা (Tikly and Barrett, 2007)।

'এডুকেশন ফর অল: গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট-২০০৫' অনুসারে, দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা (Quality Education) নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান (Congnitive) উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত স্বচ্ছ সব ধারার শিক্ষাই মানসম্মত (Quality Education) শিক্ষা। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির মানসিক/আবেগিক উন্নয়ন, সৃজনশীলতার বিকাশ, দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও মূল্যবোধ গঠনে যে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই মানসম্মত শিক্ষা (UNESCO, 2005:17) ।

শিক্ষার মানসম্মত বা গুণগত মান নির্ভর করে শিশুর শিখন কীভাবে সম্পন্ন হয় এবং শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে এই শিখন পদ্ধতি কতটা উত্তম তার ওপর। এক্ষেত্রে 'ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন-২০০০' এর লক্ষ্য-৬ এ মানসম্মত/গুণগত শিক্ষা হিসেবে 'উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী শিক্ষাদান' (stimulating pedagogy) পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন যেখানে শিক্ষাদান ও শিখন প্রক্রিয়া জীবনঘনিষ্ঠ এবং শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের বিদ্যার্জন তথা তাদের শিখন ফলাফল নির্ণয় করা হয় (UNESCO, 2000)।

'গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট-২০০৫'-এ মানসম্মত শিক্ষার ৬টি পন্থা বা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। যা শিক্ষাদান ও শিখন পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এগুলো হলো—

১. লক্ষ্য (Relevant aims): মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও সৃজনশীলতার বিকাশ, দক্ষতা ও সামাজিক মূল্যবোধ গঠন, মানবাধিকার, শান্তি-সহনশীলতা, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া;

২. বিষয়গত ভারসাম্য (Subject balance): মানসম্মত শিক্ষার বিষয় বা কোর্স হবে সময়োপযোগী। প্রতিটি কোর্স সময়ের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ করে নির্ধারিত হবে;

৩. সময়ের সদ্ব্যবহার (Good use of time): মানসম্মত শিক্ষা হবে এমন, যেখানে নির্ধারিত সময় ও শিক্ষার্থীদের বিদ্যার্জনের মধ্যে একটি ইতিবাচক সহ-সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকবে। যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সব স্তরেই প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, অফিসিয়াল সময় ব্যতীত ৮৫০-১০০০ ঘণ্টা পাঠদান কার্যকরী ঘণ্টা হিসেবে ধরা হয়;

৪. উত্তম শিক্ষার জন্য 'পেডাগোজিক' (Pedagogic approach for better learning) পদ্ধতি: পেডাগোজিক পদ্ধতিতে উত্তম শিক্ষাদান ব্যবস্থা থাকবে। যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকবে। সমালোচনাধর্মী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটবে এবং সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হবে;

৫. ভাষাগত দিক (Language): মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য ভাষা হবে শিক্ষার্থীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে এমন আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করতে হবে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে; এবং

৬. মূল্যায়নধর্মী শিক্ষা (Learning from assessment): নিয়মিত, সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য মূল্যায়ন ব্যাবস্থাই শিক্ষার্জনের মূল চাবিকাঠি। মানসম্মত শিক্ষায় মূল্যায়ন (assessment) ব্যবস্থা একান্তভাবেই কাম্য। লক্ষ্য অর্জিত হলো কিনা, শিক্ষার্থীদের

কতটুকু উন্নয়ন হলো তা মূল্যায়নের মাধ্যমেই নির্ণয় করা সম্ভব। মূলত- গঠনমূলক মূল্যায়ন (formative assessment) আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে (UNESCO: 2005)।

'ইফা গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট-২০০৫' এর বিশেষজ্ঞগণ মানসম্মত শিক্ষা (understanding quality education) কী ধরনের হওয়া উচিত এবং এ কীভাবে গুণগত মান সঠিক রেখে শিক্ষা অর্জন করা যেতে পারে তা একটি মডেলের মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

চিত্র-১: মানসম্মত শিক্ষা মডেল

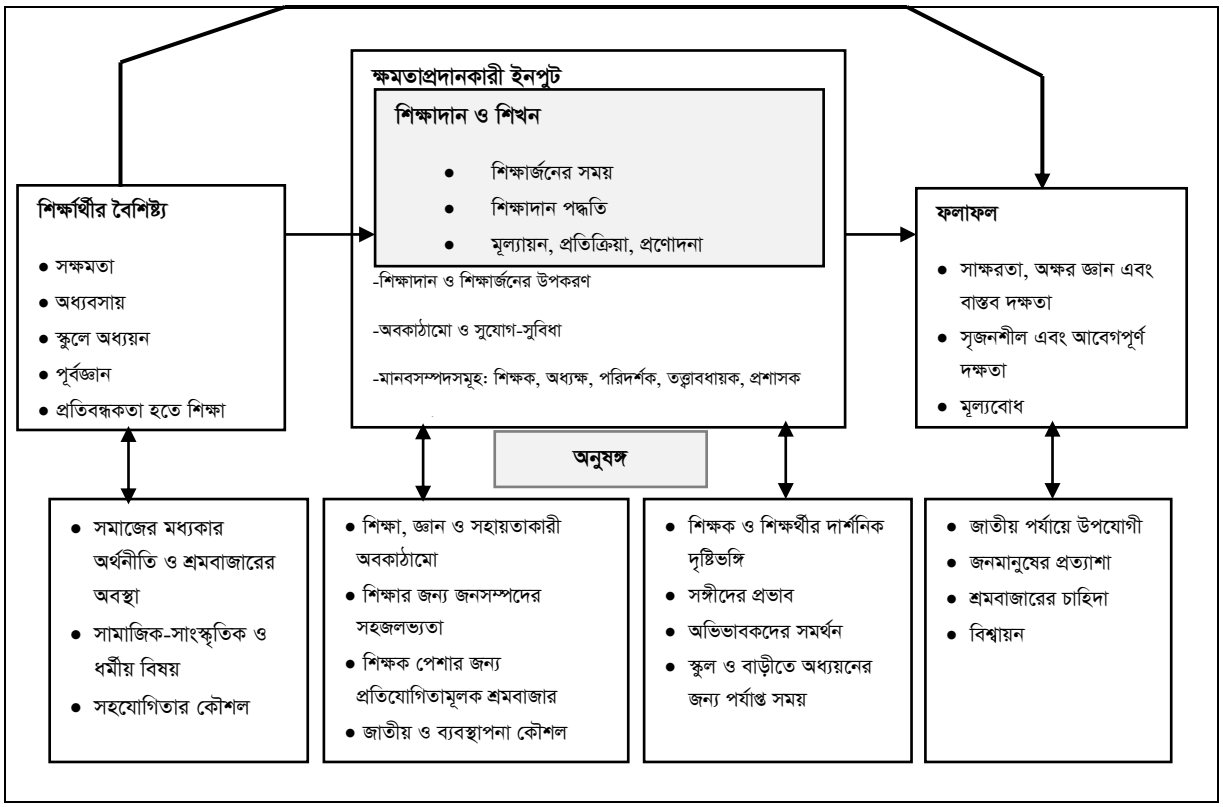

(UNESCO, 2005: 36)

উপর্যুক্ত চিত্রে মাধ্যমে দেখা যায় যে, মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্ষমতা, অধ্যবসায়, স্কুলে অধ্যয়ন, পূর্বজ্ঞান, প্রতিবন্ধকতা হতে শিক্ষা এগুলো হবে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য। আর শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্জনের জন্য যথাযথ শিক্ষাদান উপকরণ, অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা ও মানবসম্পদ পাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক হবে সৌহার্দ্যপূর্ণ। স্কুল পরিচালনাকারী কমিটি থাকবে সক্রিয়। ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রের সাথে এমন ব্যবহার করবে যাতে শিক্ষকের সাথে তার একটি মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ ঘটে। এর মাধ্যমে ফলাফল হিসেবে সাক্ষরতা, জীবনমুখী শিক্ষা ও দক্ষ মানব সম্পদ এবং একটি সমাজের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আর শিক্ষা কার্যক্রমটি এমন হবে যা বর্তমান সমাজ, অর্থনীতি, বিশ্বায়নের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এবং এ ধারাতেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতে হবে। যার ফলে ব্যক্তি শিক্ষিত হবে এবং তার প্রভাবে সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি উপকৃত হবে (UNESCO, 2005)।

কাজেই লক্ষ্যণীয় যে, মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষার্থীর জ্ঞান, সৃজনশীলতা, দক্ষতার বিকাশ ঘটায়, সামাজিক মূল্যবোধ গঠন করে এবং মানবাধিকার, শান্তি-সহনশীলতা, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। এ ধরনের শিক্ষা সৃষ্টি হয় যথাযথ শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জনের উপকরণ, অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা, মানবসম্পদ (শিক্ষক, অধ্যক্ষ, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক,

প্রশাসক) এর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। অর্থাৎ মানসম্মত শিক্ষা হতে হলে অবশ্যই শিক্ষাদান, শিখন প্রক্রিয়া ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে দুটি ধারা বিদ্যমান রয়েছে। যার একটি আনুষ্ঠানিক এবং অন্যটি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (Latif, 2001)। তাত্ত্বিকগণ আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। যার মাধ্যমে এ দুই ধারার শিক্ষা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নে এসব বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করা হলো।

সারণি-২: আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা
সাধারণত শিক্ষা পরিবেশ অনুকূল নয়	শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ (নাচ, গান, ছবি আঁকা, ক্রীড়া ইত্যাদি সাজানো)
দীর্ঘমেয়াদী, সাধারণত শংসাপত্রভিত্তিক	স্বল্পমেয়াদী এবং নির্দিষ্ট শংসাপত্রভিত্তিক নয়
দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাচক্র/ প্রস্তুতিমূলক/ পূর্ণ সময়ব্যাপী	সংক্ষিপ্ত চক্র/পুনরাবৃত্তি/স্বল্প মেয়াদী
প্রতিষ্ঠানভিত্তিক, কঠোরভাবে কাঠামোগত এবং ব্যয় সাপেক্ষ	পরিবেশ ভিত্তিক, সামজ-সম্প্রদায় সম্পর্কিত, নমনীয়, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এবং সম্পদ সাশ্রয়ী
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত উচ্চ (১:৫০)	শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কম (১:৩০-৩৩)
শিক্ষা প্রদান মূলত শিক্ষক-কেন্দ্রিক	শিক্ষা প্রদান মূলত শিশুবান্ধব
শিখন মূলত অপরিনামদর্শী বা হঠকারী	কর্মমুখী শিক্ষা
অধিকাংশ সময় শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয়	অধিকাংশ সময় শিক্ষার্থী সক্রিয়
শিক্ষণ উপকরণ কম সংগঠিত	শেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যবহার
পুরুষ/নারী শিক্ষক	শুধুমাত্র স্থানীয় নারী শিক্ষক
তত্ত্বাবধায়ন অনিয়মিত	নিবিড় তত্ত্বাবধায়ন
শিক্ষকদের শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়	প্রতিমাসে কোর্স রিফ্রেশ কোর্স প্রশিক্ষণ
শিক্ষক-অভিভাবকদের যোগাযোগ শিথিল	শিক্ষক-অভিভাবকদের নিবিড় যোগাযোগ

(Simkins, 1977 and Latif, 2001)

কাজেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে, প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক, নিয়ম-নীতিতে আবদ্ধ, সনদপত্রের প্রাধান্য, ব্যয় সাপেক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাকে বোঝায়। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। অন্যদিকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে, সহজবোধ্য, শিশুর বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবশ, ব্যয় সাশ্রয়ী, সনদপত্রের প্রাধান্যহীন, সহজবোধ্য, শিক্ষার্থীবান্ধব, কর্মমুখী, স্বল্পমেয়াদী শিক্ষাকে বোঝায় (Latif, 2001)। বাংলাদেশে এ ধরনের শিক্ষা এনজিও'র শিক্ষা হিসেবেও পরিচিত।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার পরিচালিত আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এনজিও পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে কতটা কার্যকরি ভূমিকা পালন করছে তা পরীক্ষারযোগ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নে এই দুই ধারার বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা প্রদান কার্যক্রমের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এ নিরিখে কোন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.০: বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ নিরক্ষতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী' চালু করে; যা আজও চলমান। ১৯৯১ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়; যার মূল উদ্দেশ্য ছিলো ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকলকে ভর্তি করা (চন্দ্র ও দাশ, ২০০৫)। এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করা, ৬-১০ বছর

বয়সের শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং উপস্থিতির হার বাড়ানো ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী' চালু করা হয় (রহমান ও ফারুক, ১৯৯৮)। ২০০২ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৩ সালে সরকার ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে। এছাড়া বর্তমানে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় বছরের প্রথম দিন রঙিণ বই বিতরণ, অনগ্রসর এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে (বাড়ৈ, ২০১৯)। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশী দাতাসংস্থাগুলো মানসম্মত সর্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচীতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ শিক্ষার সাথে যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন এনজিও। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রাথমিক ও এনজিও স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, দেশে ২০০০ সালে সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ৩৭৬৭৭ টি; বর্তমানে তা ৬৩ হাজার ৬০১ টি (GoB, 2019)। তথাপিও ২ হাজার গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই (বাড়ৈ, ২০১৯)। ১৯৯৯ সালের পূর্ব প্রাথমিক শিক্ষার সাথে ব্র্যাকের কার্যক্রম থাকলেও তা ছিলো অনেকটা অনানুষ্ঠানিক ধাচের। ১৯৯৯ সাল হতে বাংলাদেশে বিভিন্ন এনজিও ব্যাপক হারে আনুষ্ঠানিক সরকারি প্রাথমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সাথে যুক্ত হয়। ২০০০ সালে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনাকারী এনজিও-এর সংখ্যা ছিলো ৯২ টি; বর্তমানে (২০০৮ সালের তথ্যানুসারে) দেশে ৪০৮ টিরও অধিক এনজিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ২০০০ সালে শুধুমাত্র ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা স্কুল ছিল, ৩১,০৮২ এবং শিক্ষার্থী ছিল ১.১০ মিলিয়ন। যাদের ৬৬% ই মেয়ে। বর্তমানে ব্র্যাকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪,১৫৩ টি। যাতে প্রায় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে এবং ৫.৩ মিলিয়ন শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে উপানুষ্ঠানিক স্নাতক অর্জন করেছে। লক্ষণীয় যে, এর মধ্যে ৬৩.৪৩% মেয়ে শিক্ষার্থী (BRAC, 2016)।

ইউনিসেফ-এর তথ্যানুসারে, প্রথমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি এবং সমতা তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে (Unicef, 2017)। এক্ষেত্রে সফলতার দিকগুলো হলো—সব শিশুর প্রাথমিকে ভর্তি হওয়া, শ্রেণিকক্ষে লৈঙ্গিক সমতা প্রতিষ্ঠা এবং অতি উচ্চ হারে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শেষ করা। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে শিশুদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষার মান। নিম্নমানের প্রাথমিক শিক্ষার কারণে শিশুরা উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং এক পর্যায়ে ঝরে পড়ে (Unicef, 2017)। দেখা যায় যে, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ঝরে পড়ার হার কিছুটা কমলেও মাধ্যমিক স্তরে এ হার বেড়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার ২০ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে ৪০ শতাংশেরও বেশি (সুজন, ২০১৭)। মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার প্রধান কারণই হলো প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত না হওয়া। লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। এ কারণে শতকরা ৮০ ভাগ প্রতিষ্ঠানই দিনে দুই শিফট চালায়। শিক্ষকদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, তাদের ওপর নজর রাখা এবং জবাবদিহিতার ঘাটতি বিদ্যমান থাকায় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এছাড়া পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, অপুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা— এ সবই শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে (Unicef, 2017)।

'ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এ্যাস্সেমেন্ট-২০১৩' অনুসারে, পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া প্রতি চারজন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র একজন গণিত ও বাংলায় উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করেছে। ২০১১ সালে প্রাথমিক শেষ করা প্রতি দুইজন ছেলে শিক্ষার্থীর মধ্যে একজনেরও কম এবং প্রতি তিনজন মেয়ের মধ্যে একজনেরও কম কার্যত লেখাপড়া শিখেছে (Unicef, 2017)। দেখা যায় যে, ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক স্তরের তালিকাভুক্তির হার ৯৮.৭%, যেখানে মেয়েদের ৯৯.৮% এবং ছেলেদের ৯৭.২% (UNDP, 2018)। যা ১৯৯০ সালে ছিলো ৭২.৫%, ২০০৫ সালে ৯১.৯%, ২০১০ সালে ৯০.৫% (World Data Atlas, 2019)। প্রাথমিকে ভর্তির

হার ৯৮ শতাংশ হলেও মাত্র ৬৭ শতাংশ বা তার চেয়ে কম হারে শিক্ষার্থী মাধ্যমিকের যোগ্যতা অর্জন করে। আর উচ্চ শিক্ষায় পৌঁছায় মাত্র ২২ শতাংশ (Unicef, 2017)। ইউনিসেফের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও বিভিন্ন খাতে অভিভাবকদের কাছ থেকে অর্থ আদায়, গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়ে শিশুদের জন্য উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো, ঋতুকালীণ পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থার অভাব থাকার কারণে অধিকাংশ মেয়ে শিশুই স্কুলে যায় না। এছাড়া গ্রামীণ পর্যায়ে রাস্তা-ঘাট, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহনীয় উন্নত অবকাঠামোর বিদ্যালয়ের অভাবে অনেক শিশুই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত প্রায় ৪৬ লাখ শিশু শিক্ষার বাইরে অবস্থান করছে (Unicef, 2017)। কাজেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতভাগ শিশুকে শিক্ষার সাথে অন্তর্ভূক্তি করা যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি গ্রামীণ অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা হতে ঝড়ে পড়া হারও রোধ করা সম্ভব হয়নি। যাকে শিশু বিকাশের অন্যতম বড় অন্তরায় হিসেবে ধরা যায়। এ প্রেক্ষাপটে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

৪.০: শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আনুষ্ঠানিক সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও এনজিও চালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম: মাঠপর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক পর্যালোচনা

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষকের আচরণ, শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের সম্পর্ক কী ধরনের হওয়া উচিত এসব বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রায়োগিক বিষয় নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। যেখানে শিক্ষকের সাথে শিশুদের সম্পর্ক, শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষার প্রভাব; স্কুল মনিটরিং ব্যবস্থা নিরিখে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে কোন ধারার শিক্ষা বেশি কার্যকর তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১: শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের আচরণ

মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে মানুষ করে তথা মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল ব্যবস্থাপক হলেন শিক্ষক (UNESCO, 2005:36)। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা না করলে এবং শিক্ষার্থী শিক্ষকের আদেশ, পরামর্শ, শিক্ষকের কাজের অনুকরণ না করলে ঐ শিক্ষা যথাযথভাবে কার্যকর হয়না। অনেকক্ষেত্রেই সম্পর্কটা হয়ে পড়ে জটিল এবং তার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ৬-১০ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভয়, ভীতি প্রভৃতি কাজ করে। এজন্যই শিক্ষকদের আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের আচরণ দেখে স্কুলে আসতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং একই সাথে তার কাছে শিক্ষা অর্জনে আগ্রহশীল হয়। এক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর সাথে শিক্ষকদের আচরণ সম্পর্কে জানার জন্য গবেষণা এলাকার সরকারি ও এনজিও চালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মতামত নিম্নে সারণি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণি-৩: বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের আচরণ (%)

আচরণের ধরন	সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়		ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়		মোট	
	সংখ্যা	**শতকরা হার**	**সংখ্যা**	**শতকরা হার**	সংখ্যা	শতকরা হার
ভালো	২৪	৩০.০	১২	১৫.০	৩৬	২২.৫

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"

খুব ভালো	১২	১৫.০	৫৪	৬৭.৫	৬৬	৪১.২৫
ভালোনা (মারধর করে)	৩০	৩৭.৫	৪	৫.০	৩৪	২১.২৫
অন্যান্য	১৪	১৭.৫	১০	১২.৫	২৪	১৫.০
মোট	**৮০**	**১০০**	**৮০**	**১০০**	**১৬০**	**১০০**

(উৎস: মাঠ জরিপ, ২০১৭)

সারণি-৩ থেকে দেখা যায় যে, ২২.৫ ভাগ শিশু তাদের শিক্ষক সম্পর্কে মতামত দিয়েছে যে, তাদের সাথে শিক্ষক ভালো আচরণ করে। এর মধ্যে ৩০% ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ১৫% সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আবার ৪১.২৫ ভাগ শিশু শিক্ষকের আচরণ সম্পর্কে মতামত দিয়েছে যে, তাদের সাথে শিক্ষক খুব ভালো আচরণ করে। এক্ষেত্রে মাত্র ১৫% শিক্ষার্থী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের, বাকী ৬৭.৫% শিক্ষার্থী ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এনজিও স্কুলের তুলনায় শিশু নির্যাতনের হার বেশি এবং শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্কও সুনিবিড় নয়।

৪.২: বিদ্যালয়ে শিশুর প্রিয় দিক

শিশুর শিক্ষার্জন এবং মানসিক বিকাশের জন্য অন্যতম প্রধান মাধ্যম বিদ্যালয়। বিদ্যালয় যদি শিশু বিকাশের উপযোগী না হয় শিক্ষার্থী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। এজন্য বিদ্যালয়ে এমন সব উপকরণ থাকা প্রয়োজন যা শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং যা মানসম্মত শিক্ষার জন্য জরুরী। এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকের আচরণ প্রভৃতি বিষয়কে অনুসঙ্গ হিসেবে ধরে বিদ্যালয়ে শিশুর সবচেয়ে প্রিয় দিকটি নির্বাচন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিশুর স্থায়ীত্ব, তার সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক কতটুকু গভীর, বিদ্যালয়ের পরিবেশ কীরূপ এবং এ পরিবেশ শিশু বিকাশের উপযোগী কিনা তা বিচার করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

চিত্র-২: বিদ্যালয়ে শিশুর সবচেয়ে প্রিয় দিক (%)

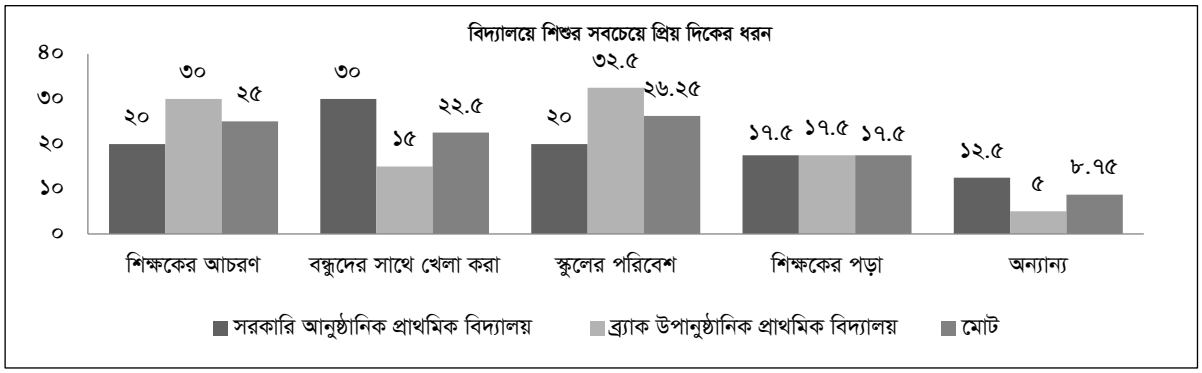

(উৎস: মাঠ জরিপ, ২০১৭)

চিত্র-২ থেকে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর শতকরা ২৫ ভাগ (সরকারি আনুষ্ঠানিক স্কুলের ২০ ভাগ ও ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক স্কুলের ৩০ ভাগ) শিক্ষকের আচরণকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। যেক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের চেয়ে ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক স্কুলের শতকরা ১০ ভাগ বেশি শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষকের আচরণকে পছন্দ করে। এর অর্থ হলো, শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের আচরণ সরকারি

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"

বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তুলনায় বেশি কার্যকর। আবার, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০ ভাগ ও ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ৩২.৫ ভাগ শিক্ষার্থীর সবচেয়ে প্রিয় দিক হচ্ছে তাদের স্কুলের পরিবেশ। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক স্কুলে শিশুর নিজেকে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে দেয়ালিকায় নিজেদের আঁকা ছবি, লেখা; বিভিন্ন ধরনের গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী এবং দেয়ালে সুন্দর আলপনা উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন নিজেদের নাচ-গান তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা রয়েছে; যা শিশুকে শিক্ষার্জনে মানসিকভাবে উদ্দীপ্ত করে। অপরদিকে এ ধরনের সুযোগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম। যে কারণে সরকারি স্কুলের তুলনায় ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার জন্য বেশি উপযোগী। তবে সার্বিকভাবে দেখা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর মানসম্মত শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ হিসেবে যেসব উপকরণ থাকা প্রয়োজন তা নেই।

৪.৩: শিশুকে বিদ্যালয়কেন্দ্রিকরণের উদ্যোগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বিষয় হলো শিশুকে বিদ্যালয়কেন্দ্রিককরণ। এক্ষেত্রে শিশু স্কুলে না আসলে তার প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করা জরুরী। অসংবেদনশীল আচরণ শিশু বিকাশের অন্তরায় এবং মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রতিবন্ধক। লক্ষ্যণীয় যে, শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের সংবেদনশীলতা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, এ উপলব্ধির অভাব রয়েছে আমাদের সমাজে। অনেক পিতামাতাও শিশু সন্তানদের পড়াশোনার জন্য প্রচণ্ড মানসিক চাপের পাশাপাশি প্রহার করতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু এ ধরনের কঠোর আচরণ যে শিশুদের জন্য মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকেই ক্ষতিকর (দৈনিক প্রথম আলো: সম্পাদকীয়, ২০১০)। শিশুর স্কুলে না যাওয়া বা স্কুলে যেতে অনীহার সৃষ্টি হয় মূলত শিশুর ভালো লাগার বিষয়ের অপ্রতুলতা, পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা, অভিভাবকের যথাযথ খেয়ালের অভাব, শিক্ষকদের শিশু শিক্ষার্থীর প্রতি চরম সংবেদনশীলতার অভাব প্রভৃতি কারণে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিশু স্কুলে না গেলে স্কুল কর্তৃক শিশুকে স্কুলে আনার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এক্ষেত্রে অনিয়মিত শিশুকে স্কুল-কেন্দ্রিককরণে সরকারি আনুষ্ঠানিক ও ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগ কীরূপ তা নিম্নে একটি সারণি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

চিত্র ৩: অনিয়মিত শিশুকে বিদ্যালয় কেন্দ্রিকরণের উদ্যোগ (%)

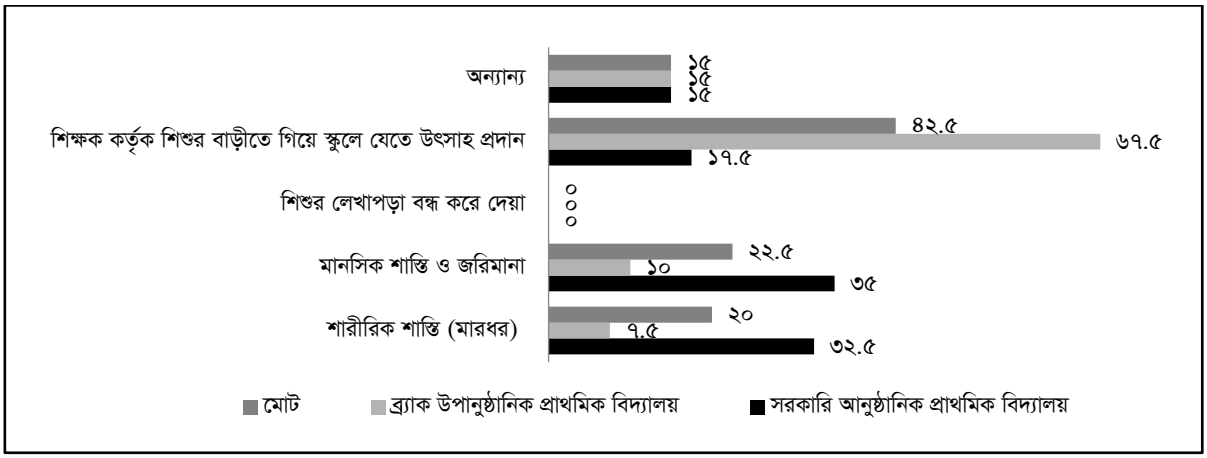

(উৎস: মাঠ জরিপ, ২০১৭)

উপর্যুক্ত চিত্র-৩ থেকে দেখা যায় যে, প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ে অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের স্কুল-কেন্দ্রিকরণে অসংবেদনশীল উদ্যোগের মাত্রা ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের তুলনায় সরকারি আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে বেশি। কেননা অনিয়মিত শিশুদের স্কুলকেন্দ্রিককরণে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসিক ও শারীরিক শাস্তির হার বেশি ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় বেশি। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, সরকারি স্কুলে অনিয়মিত হওয়ার কারণে ৩৫ ভাগ শিক্ষার্থী জরিমানা ও মানসিক শাস্তির শিকার হয়; যা উপানুষ্ঠানিক স্কুলের চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ বেশি। স্কুলে অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য সংবেদনশীল উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিক্ষক কর্তৃক শিশুর বাড়িতে গিয়ে উৎসাহ প্রদান করার হার সরকারি স্কুলের তুলনায় ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক স্কুলের ২৫% বেশি। এ ধরনের উদ্যোগ শিশুদের শিক্ষার্জনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং যা মানস্মত শিক্ষা ত্বরান্বিত করে। কাজেই বলা যায় যে, অনিয়মিত শিশুদের বিদ্যালয় কেন্দ্রিককরণে সরকারি আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের তুলনায় ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগ মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর।

৪.৪: শিক্ষার্থীদের সচেতনতা ও সচেতনকরণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

মানস্মত শিক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও মূল্যবোধ গঠন। শিক্ষার্থী মানসম্মত শিক্ষা পেলে তার মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ এবং দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হবে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমাজে বিভিন্ন সচেতনমূলক কাজ করতে উদ্দীপ্ত হবে। এর অর্থ হলো, সমাজে মানসম্মত শিক্ষা যতো ত্বরান্বিত হবে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল মানুষের সংখ্যা যতো বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজের অসঙ্গতি ততো দূরীভূত হবে। এ ধারায় দায়িত্বশীল, সচেতন, সংবেদনশীল মানুষ গঠনে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র-৪: সাধারণ মানুষকে সচেতনকরণে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ (%)

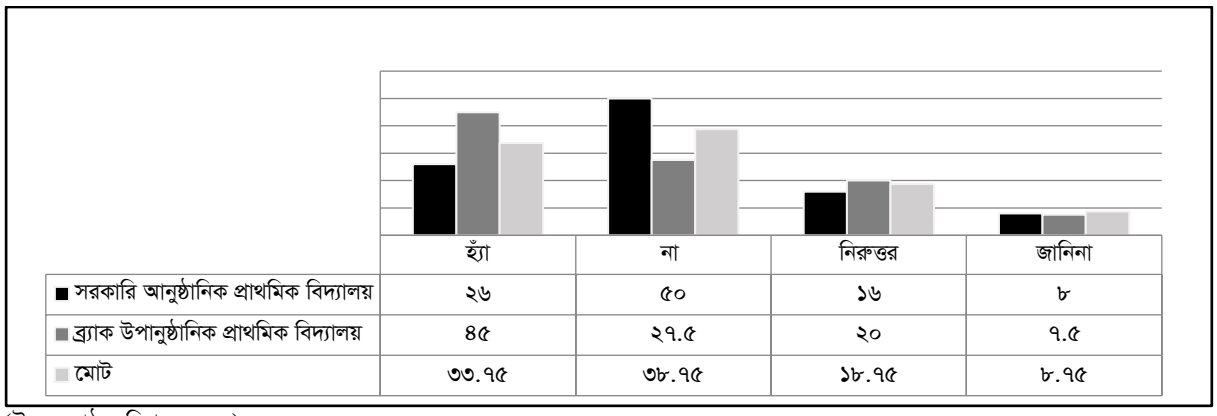

	হ্যাঁ	না	নিরুত্তর	জানিনা
সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬	৫০	১৬	৮
ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫	২৭.৫	২০	৭.৫
মোট	৩৩.৭৫	৩৮.৭৫	১৮.৭৫	৮.৭৫

(উৎস: মাঠ জরিপ, ২০১৭)

উপর্যুক্ত চিত্র-৪ থেকে দেখা যায় যে, এলাকার সাধারণ নিরক্ষর, অসচেতন মানুষকে সচেতন করতে প্রাথমিক স্কুলের মোট ৩৩.৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী কোনো না কোনোভাবে অংশগ্রহন করছে। এক্ষেত্রে শতকরা ৪৫ ভাগ ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ২৬ ভাগ সরকার পরিচালিত আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। একই প্রক্রিয়ায় মোট ৩৮.৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী কখনোই সচেতনকরণের কাজে অংশগ্রহণ করেনি। যার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ২৭.৫ ভাগ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষকে

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"

বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনকরণে ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য যে, এসব সচেতনমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে— পরিবেশ, টিকাদান, সাক্ষরতা শিক্ষা, বিভিন্ন রোগ ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কাজ।

৪.৫: শিশুর অভিভাবকদের সচেতনকরণে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক উদ্যোগ

মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিউনিটিকে সমন্বিত করা আবশ্যক। এজন্য শিশুর অভিভাবককে শিশুর শিক্ষা বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন। শিশুকে স্কুলে নিয়মিতকরণ এবং লেখাপড়ায় আগ্রহশীল করার জন্য স্কুলকেন্দ্রিক শিশুর অভিভাবককে সচেতনকরণের মাধ্যমে শিশুর বিকাশ ত্বরান্বিত হয় এবং যা মানসম্মত শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। লক্ষ্যণীয় যে, গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে অধিকাংশ শিশুর অভিভাবকই দরিদ্র, স্বল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর। যারা শিশু শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নয়। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃক শিশুর অভিভাবককে সচেতন একান্ত জরুরী। এ বিষয়ে সমাজ ও জাতি গঠনের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যদি যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ না নিতে পারে তবে অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে শিশুর শিক্ষা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃক অভিভাবকদের সচেতনকরণের জন্য যেসব প্রচলিত উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাসিক সভা। এ প্রেক্ষাপটে অভিভাবকদের সচেতন কার্যক্রমে গবেষণা এলাকার আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় কিনা, তা নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

চিত্র-৫: শিশুদের অভিভাবককে সচেতনকরণে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক নিয়মিত মাসিক সভা (%)

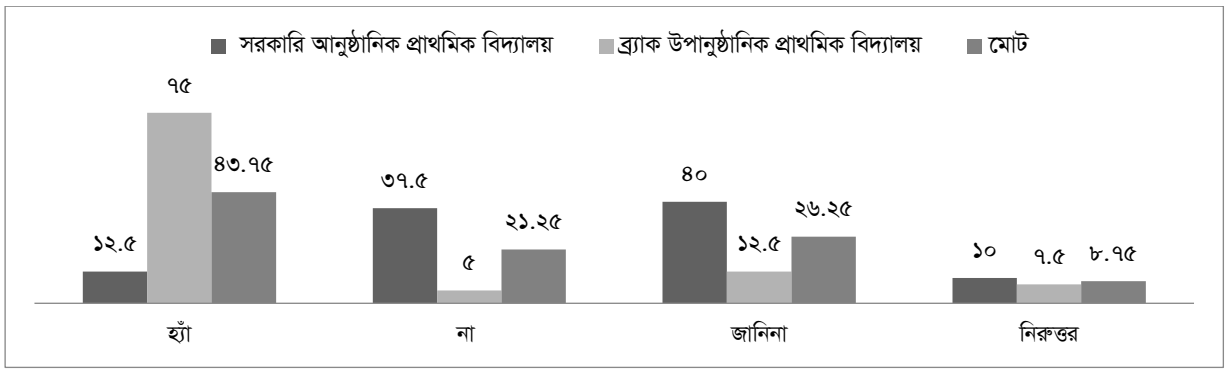

(উৎস: মাঠ জরিপ, ২০১৭)

উপর্যুক্ত চিত্র-৫ থেকে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনকরণের জন্য মোট ৪৩.৭৫ ভাগ অভিভাবক অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তাদের নিয়ে স্কুলে নিয়মিত মাসিক সভা অনষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সরকারি স্কুলে নিয়মিত মাসিক সভার হার ১২.৫% এবং অপরদিকে ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক স্কুলে ৭৫%। অর্থাৎ সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের নিয়ে নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠানের হার প্রায় ৬৩% বেশি। কাজেই দেখা যায় যে, শিশুদের, স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো গণতান্ত্রিক নিয়মকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে; যা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য অপরিহার্য।

এ প্রেক্ষাপটে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাসিক সভা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের সভায় স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সকল সদস্য, শিক্ষকবৃন্দ এবং ব্র্যাকের জোনাল অফিসের উধ্বর্তন কমকর্তা বা প্রশিক্ষক উপস্থিত থাকেন। অন্যদিকে, আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভায় ম্যানেজিং কমিটির সকলের উপস্থিতি

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"

দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের সভায় অভিভাবকদের শিক্ষামূলক ও দিক-নির্দেশনামূলক বিষয়গুলো বেশি আলোচিত হয়। যেমন— শিশুকে নিয়মিত স্কুলে পাঠানো, শিশুর যত্ন ও পরিচর্যা, স্কুলের সার্বিক বিষয়, স্কুলের সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় প্রভৃতি। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক সরকারি বিদ্যালয়ের সভায় অভিভাবকদের শিক্ষামূলক ও দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা কম। এক্ষেত্রে স্কুলের ফান্ডিং, সরকারি বরাদ্দ, উপবৃত্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা লক্ষ্যণীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অভিভাবককে সচেতনকরণের ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। যা সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো করতে পারছেনা।

শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক কোন ধারার বিদ্যালয়ের শিক্ষা বেশি কার্যকর তা পরীক্ষা করা এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী শিক্ষার্থীদের সাথে লক্ষ্যদলীয় আলোচনা করা হয়। নিম্নে শিক্ষার্থীদের মতামতের সারসংক্ষেপ সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সারণি-৪: 'লক্ষ্যদলীয় আলোচনা'র ভিত্তিতে শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম

মানসম্মত শিক্ষার প্রধান দিক/বৈশিষ্ট্য	লক্ষ্যদলীয় আলোচনার সারবস্তু	
	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম
পাঠদান সময়	- নিয়মিত ক্লাস হয় না; - অধিকাংশ সময় শিক্ষক ক্লাসে আসেন না, যেকারণে পাঠদান হয় সীমিত মাত্রায়; - বছরের অধিকাংশ সময় স্কুল বন্ধ থাকে।	- নিয়মিত ক্লাস হয়, তবে স্কুলে একজন শিক্ষক সব বিষয়ে পাঠদান করেন। যে কারণে সময়মতো ক্লাস অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।
সহজবোধ্য পাঠদান কার্যক্রম	- শিশুকে পাঠ বোঝানোর জন্য আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার আছে; তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনো পাঠদান কার্যক্রম নেই।	- সহজভাবে পাঠদান করে এবং আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার আছে; তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনো পাঠদান কার্যক্রম নেই।
সময় মতো কোর্স শেষ করা	- কোনো বছরই সব বিষয়ের সিলেবাস শেষ হয়না; - ক্লাস খুব কম অনুষ্ঠিত হয়।	- সিলেবাস শেষ হয়; তবে কোর্সের অনেক বিষয় বাদ পড়ে যায়।
মূল্যায়ন ব্যবস্থা	- শিশুর দক্ষতা, উন্নয়ন মূল্যায়নের জন্য বাৎসরিক পরীক্ষা ব্যতীত স্কুলকেন্দ্রিক কোনো উদ্যোগ নেই; - শিশুর সৃজনশীল কাজের জন্য স্কুলকেন্দ্রিক তেমন কোনো প্রণোদনার ব্যবস্থা নেই।	- শিশুর দক্ষতা, উন্নয়ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা আছে; - ব্র্যাক থেকে মাসিক 'এ্যাসেসমেন্ট', স্বাস্থ্য পরীক্ষা, দক্ষতা মূল্যায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়; অনেকক্ষেত্রেই তা নিয়মিত নয়।
কর্মমুখী কার্যক্রম	- শিক্ষার্থীর পুস্তক নির্ধারিত পাঠদান ব্যতীত কর্মমুখী কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই;	- শিক্ষার্থীর পুস্তক নির্ধারিত পাঠদান ব্যতীত কর্মমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; যেমন- ইলেক্ট্রিক কাজ, বাড়িতে বাবা-মাকে সহায়তার জন্য কাজ, দর্জি কাজ প্রভৃতি।
বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা	- শ্রেণি কক্ষের বাইরে বাহিরের পরিবেশে শেখার সুযোগ খুব কম; - দুর্বল, অমনোযোগী শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা পাঠদানের ব্যবস্থা নেই; - শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য আলাদা পাঠদানের ব্যবস্থা নেই।	- শ্রেণি কক্ষের বাইরে বাহিরের পরিবেশে এনজিও কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে; - শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে পাঠদানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে।
বিদ্যালয় পরিচালনায় গণতান্ত্রিক কাঠামো	- স্কুল ম্যানেজিং কমিটি আছে; তবে শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের যোগাযোগ খুবই কম; - কমিটির সভা সম্পর্কে শিক্ষার্থী - বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সীমিত।	- স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সাথে শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ সীমিত; - বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সীমিত।

(উৎস: মাঠ জরিপ, ২০১৭)

উপর্যুক্ত 'লক্ষ্যদলীয় আলোচনা'র ভিত্তিতে দেখা যায় যে, আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই ধারার শিক্ষা কার্যক্রমেই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, সময়মতো পাঠ্যক্রম অনুসারে পাঠদান শেষ করা, ভাষা দক্ষতা বিকাশে যথাযথ কার্যক্রম, মানসিক ও আবেগিক বিকাশে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রম, যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, পেডাগোজি নীতিমালায় শিখন প্রক্রিয়া উভয় ধারার বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই প্রায় অনুপস্থিত। তবে এটা স্পষ্ট যে, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য বিদ্যালয়কেন্দ্রিক যেসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যক্রম থাকা প্রয়োজন তা আনুষ্ঠানিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশি কার্যকর রয়েছে।

৫.০: গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

- শিক্ষার্থীর মানসিক, আবেগিক দক্ষতার বিকাশ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে এবং বাইরের পরিবেশে সাংস্কৃতিক বিষয়ে পাঠদানসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে; অপরদিকে এ ধরনের সুযোগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম। যে কারণে সরকারি স্কুলের তুলনায় ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার জন্য বেশি উপযোগী। তবে সার্বিকভাবে দেখা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর মানসম্মত শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ হিসেবে যেসব উপকরণ থাকা প্রয়োজন তা নেই।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের হার বেশি এবং শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্কও সুনিবিড় নয়।
- অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় কেন্দ্রিককরণে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে উৎসাহ প্রদান, অভিভাবকদের সচেতনকরণ সভা, উঠান বৈঠক প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করে; যাতে করে শিশু শিক্ষার্জনে উদ্বুদ্ধ হয়। অপরদিকে অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় কেন্দ্রিককরণে সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের উদ্যোগ সীমিত।
- সময়মতো পাঠ্যক্রম অনুসারে পাঠদান শেষ করা, নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠিত হওয়া উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমিত।
- লক্ষ্যদলীয় আলোচনার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা বিকাশে যথাযথ কার্যক্রম, মানসিক ও আবেগিক বিকাশে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রম, যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, পেডাগোজি নীতিমালায় শিখন প্রক্রিয়া, কর্মমুখী শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমিত।

৬.০: সুপারিশমালা ও উপসংহার

মাঠপর্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক ধারার তুলনায় অনেকটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে; তবে মধ্যেও দুর্বলতা বিদ্যমান। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থান এমন যে, সরকার এই শিক্ষাকে ব্র্যাকের তথা এনজিও'র হাতে দিয়ে মুক্তি চান (সাপ্তাহিক ২০০০:২৪)। এসডিজি'র অভীষ্ট-৪ পূরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত একান্ত অপরিহার্য; যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করার বিকল্প

নেই। কাজেই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে পরিপূর্ণরূপে কার্যকর জন্য নিম্নে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো।

৬.১: বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন:

গবেষণায় লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারি ও এনজিও তথা ব্র্যাক চালিত স্কুলগুলোতে পাঠদানের জন্য যথেষ্ট বেঞ্চ, বসার স্থান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত খেলার মাঠ নেই। যাতে করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ যেমন ব্যাহত হয় তেমনি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়; যা মানসম্মত শিক্ষার জন্য অন্তরায়। কাজেই আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ আরও উন্নত করা প্রয়োজন।

৬.২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী সু-সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ:

মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সু-সম্পর্ক নিশ্চিত হওয়া। যাতে করে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়। শিক্ষক যদি পাঠকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তবে শিশু বিদ্যালয়ে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যা মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এজন্য আরও আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

৬.৩: শিশু উপযোগী বিদ্যালয় স্থাপন ও উপকরণ সরবরাহ:

লক্ষ্যণীয় যে, সরকারি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু উপযোগী উপকরণ তথা শিশুদের আকর্ষণ করে এমন উপকরণ প্রায় সীমিত। মানসম্মত শিক্ষাদানের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো- শিশু উপযোগী আকর্ষনীয় বিদ্যালয়ে পাঠদান সম্পন্ন করা। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে আরও বেশি আকর্ষনীয় করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৬.৪: বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ:

গবেষণা এলাকার ব্র্যাক কমিউনিটি স্কুল পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা যায় যে, স্কুলগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। এক্ষেত্রে এ বিদ্যালয়গুলোতে এক স্কুল এক শিক্ষক নীতি অনুসরণ করা হয়। যা নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কেননা একজন শিক্ষক কর্তৃক স্কুল পরিচালনা, পাঠদান, স্কুলে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর নেয়াসহ অভিভাবকদের সাথে সভা, উঠান বৈঠক, ব্র্যাকের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করা দুরূহ। কাজেই কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৬.৫: শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ দান:

পর্যবেক্ষণে লক্ষণীয় যে, গ্রামীণ সমাজে অনেক শিক্ষার্থীর অভিভাবকই দরিদ্র্য এবং সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, অশিক্ষিত; যারা শিশুদের ভবিষ্যত নিয়ে অনেক বেশি অসচেতন। এ প্রেক্ষাপটে অনেক অভিভাবকগণ বাল্য বিবাহ, যৌতুক, ঋণ করা প্রভৃতি সামাজিক প্ররোচনার শিকার হন। যার ফলে অনেক শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা স্তরেই ঝরে পড়ে এবং পরিবারের কাছে বোঝা হয়ে ওঠে। এজন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; যাতে এসব বিষয়ে অভিভাবকগণ সচেতন হয়। আবার লক্ষ্যণীয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রশিক্ষিত নয়। যাতে করে

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"

তাদের ভূল পাঠদান মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এজন্যই শিক্ষক প্রশিক্ষণ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৬.৬: বিদ্যালয়ে অনিয়মিত শিশুদের নিয়মিত করার উদ্যোগ বৃদ্ধিকরণ:

এনজিও চালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের নিয়মিতকরণের উদ্যোগ থাকলেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তা প্রায় অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে অনিয়মিত শিশুদের স্কুলকেন্দ্রিক করার জন্য সরকারি স্কুলগুলোতে মনিটরিং ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৬.৭: বিদ্যালয়কেন্দ্রিক সচেতনকরণ কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ:

শিশুদের স্কুলে নিয়মিত করা, শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি, তাদের যত্ন সম্পর্কে শিশুদের অভিভাবকদের সচেতনকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিশুদের অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরী। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক উদ্যোগ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। লক্ষণীয় যে, উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতায় এনজিও কর্তৃক শিশুদের অভিভাবকদের মাসিক সভা, উঠান বৈঠক নিয়মিত হলেও সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে এ চর্চা অনিয়মিত। এজন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকারি বিদ্যালয়ের শিশুদের অভিভাবকদের সচেতনকরণের জন্য বিদ্যালয়কেন্দ্রিক পেরেন্টিং সভা, উঠান বৈঠক, মূল্যবোধ প্রশিক্ষণ নিয়মিত করা প্রয়োজন।

৬.৮: শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ:

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক বেতন দুই থেকে তিন হাজার টাকা। যা একজন শিক্ষকের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, বেতনাদি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কম থাকার কারণে শিক্ষকরা পাঠদানে স্পৃহা হারান এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে অসন্তুষ্টিতে ভোগেন। সুতরাং শিক্ষকদের কাছ থেকে ভালো পাঠদান নিশ্চিত করতে হলে তাদের বেতন-ভাতাসহ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৬.৯: জেন্ডার সংবেদনশীল বিদ্যালয় পরিবেশ:

হয়রানি-নির্যাতনমুক্ত ও জেন্ডার সংবেদনশীল বিদ্যালয় পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যাতে করে সবার জন্য সমানভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়। মানসম্মত শিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্যই হলো— শিশুর আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে মানসিকভাবে বিকশিত করা। এজন্য প্রয়োজন হয়রানি-নির্যাতনমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা। গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক দুই ধারাতেই এ ধরনের পরিবেশ প্রায় অনুপস্থিত। এজন্য জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং শিশু হয়রানি-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

৬.১০: নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ:

মানসম্মত শিক্ষা মানেই নৈতিক, মূল্যবোধ সৃষ্টিকারী শিক্ষা। এজন্য প্রাথমিক স্তরে নৈতিক, মূল্যবোধ সৃষ্টিকারী পাঠ্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা মূল্যায়নের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর ভূল, অনৈতিক কার্যকলাপ মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কাজেই বিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার্থীর শিক্ষা যথাযথভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা প্রয়োজন।

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর অধিকার (Tikly,2010)। এসডিজি'র অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে এটা স্পষ্ট যে, এই দুই ধারার শিক্ষা কার্যক্রম গ্রামীণ শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পুরোপুরি কার্যকর নয়। যদিও মানসম্মত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি বিচারে আনুষ্ঠানিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অধিক কার্যকর বা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। তথাপিও এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমে সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। কেননা মানসম্মত শিক্ষার শিখন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এ ধরনের কার্যক্রমেও অনুপস্থিত। শিশুর বিকাশ ধারা সুচারু না হলে উন্নত জাতি নির্মাণ অসম্ভব। যে কারণে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরী। লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে প্রাথমিক স্তরে অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চিত হয়নি। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রমে সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই গ্রামীণ শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত কাম্য। এ প্রেক্ষাপটে শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করা জরুরী। এ বিষয়ে আরও উচ্চতর গবেষণা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. তথ্যসূত্র

1. BRAC (2016), *BRAC primary schools*, Dhaka: BRAC Centre, retrieved 18 July, 2018 from http://www.brac.net/education-programme/item/761-brac-primary-schools
2. GED (2017), *'Sustainable Development Goals, Targets and Indicators',* General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh.
3. GoB (2019), *'DPE at a glance'*, Dhaka: Directorate of Primary Education, retrieved 15 July, 2019 from http://www.dpe.gov.bd/
4. Latif, A. H. (2001). *Non-formal Education of Bangladesh*, Dhaka: Expose Media Relation.
5. Mamun, G. I. A. (2018), 'The Role of Non-formal Primary Education (NFPE) for Development of Poor Children's Life in Rural Bangladesh: A Perspective on BRAC', *Asian Studies: Jahangirnagar University Journal of Government and Politics,No. 37,* Dhaka: Jahangirnagar University.
6. Simkins, T. (1977). *Non-Formal Education and Development. Some Critical Issues*, Manchester: Department of Adult and Higher Education, University of Manchester.
7. Tikly, Leon (2010), *"A Framework for Understanding Education: Quality in Low income Countries",* (Presented to Dissemination Conference on Education Access, Quality and Outcomes in Africa), Bristol: EdQuel, retrieved 10 August, 2015 from https://www.edqual.org/publications/presentations/ qualityframework.pdf/

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"

8. Tikly, Leon and Barrett, A. M. (2007), *'Education Quality-Research Priorities and Approaches in the Global Era',* EdQual Working Paper No. 10, Bristol: EdQual RPC.
9. Unite for Quality Education (2019), *"What is quality education and why is it a human right?",* Brussels: Internationale de l'Education, retrieved 15 July, 2019 from https://www.unite4education.org/about/what-is-quality-education/
10. UNESCO (1996), *Delors Commission Report*, 1996, retrieved 15 July, 2019 from https://www.unite4education.org/about/what-is-quality-education/
11. UNESCO (2005), *EFA global monitoring report 2005: Education for All, the quality imperative*, Paris: UNESCO.
12. UNESCO (2000), *The Dakar Framework for Action 2000: Education for All, Meeting our Collective Commitments,* Paris: UNESCO.
13. Unicef (1999), *"The child-friendly school: A summary"*. Paper written for UNICEF, New York.
14. Unicef (2017), *'Quality, continuity for primary education'*, Dhaka: Unicef, retrieved 10 July, 2019 from https://www.unicef.org/bangladesh/,
15. World Conference on Education for All (1990), *World declaration on Education for All: meeting basic learning needs,* World Conference on Education for All. (Jomtien, Thailand, UNESCO.)
16. World Data Atlas (2019), *Bangladesh- Net enrolment rate in primary education,* retrieved 15 July, 2019 from https://knoema.com/atlas/Bangladesh/topics/Education/Primary-Education/Net-enrolment-rate-in primary-education
17. দৈনিক প্রথম আলো (সম্পাদকীয়), (২০১০), "শিক্ষার্থী নির্যাতন: শিক্ষকদের সংবেদনশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন", ঢাকা: দৈনিক প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর।
18. বাড়ৈ, বিভাষ (২০১৯), 'প্রাথমিক শিক্ষ: বিস্তৃতি ঘটেছে মান বাড়েনি', ঢাকা: দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ মার্চ, ২০১৯।
19. বিশ্বাস, ড. গোকুল চন্দ্র, ও ড. উত্তম কুমার দাশ (২০০৫), সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, ঢাকা: মোহাম্মদ পাবলিকেশন্স।
20. যুগান্তর (২০১৮), 'প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার অর্ধেক কমেছে', ঢাকা: দৈনিক যুগান্তর, ১০ আগস্ট, ২০১৮।
21. রহমান, ছিদ্দিকুর (২০১০), 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কৌশল', ঢাকা: দৈনিক প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১০ রহমান, ছিদ্দিকুর ও শওকত ফারুক (১৯৯৮), শিক্ষা ব্যবস্থা, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস।
22. সুজন, সাইফ (২০১৭), 'ঝরে পড়ার হার সবচেয়ে বেশি মাধ্যমিকে', ঢাকা: বণিক বার্তা, ২৫ মার্চ, ২০১৭।

© Mamun, Gazi Ibrahim Al & Akhter, Selina (2019), "Ensuring Quality Education for Children in Rural Bangladesh: Comparative study on Formal and Non-formal Primary Education"